সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৩

WEEKLY BOOKLET: 353

দারিদ্রতাও কি নেয়ামত?

- মানুষ কিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? ০৩
- তাহলে ঘি আর মধুর প্রত্যাশা ০৫
- দারিদ্রতার অভিযোগকারীর উপর ইনফিরাদি কৌশিশ ১৩
- দুটি জিনিস যুবক থেকে যায় ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দারিদ্রতাও কি নেয়ামত?(১)

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"দারিদ্রতাও কি নেয়ামত?"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তার দারিদ্রতা দূর করে দাও, তার হালাল রিযিকে বরকত দান করো এবং তার মা-বাবাকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদে পাকের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে আমার উপর ১০বার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার উপর ১০০ বার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন অডিও বয়ানসমূহ লিখিত আকারে তথা "ফয়যানে বয়ানাতে আত্তার" আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" এর পক্ষ থেকে সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এসব বয়ান সমূহের মধ্য হতে এখন "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" বিভাগ এই **"দারিদ্রতাও কি নেয়ামত?"** বয়ানটিকে পুস্তিকা আকারে জনসাধারণের মাঝে উপস্থাপন করছে।

www.dawateislami.net

মাঝখানে লিখে দেন যে, সে নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কেয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২ হাদিস: ৭২৩৫)

শা'ফিয়ে রোযে জাযা তুম পে করোড়ো দুরুদ
দা'ফিয়ে জুমলা বালা তুম পে করোড়ো দুরুদ

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, মাটির জমিন, নীল আকাশ, বিরান ভূমি, সবুজ শ্যামল মাঠ, খুব সুন্দর বাগান, দুদোল্যমান ক্ষেত, সুগন্ধিময় ফুল, প্রবাহিত ঝর্ণা, বয়ে যাওয়া নদী, ঝলমল করা তারকা, বিভিন্ন প্রকারের ফুল, খুব সুন্দর চাঁদ, আলোকিত সূর্য, অনন্য খনিজ, বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভীদ ও অসংখ্য প্রাণি মানুষের উপকারের জন্য রয়েছে অর্থাৎ এসব জিনিস মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে।

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: সমস্ত মানুষদের বলা হয়েছে যে, জমিনে যেসব নদী, পাহাড়, পর্বত, শস্যক্ষেত, সাগর ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ পাক তোমাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি উপকারের জন্য সৃজন করেছেন। দ্বীনি উপকার হলো এটি যে,

www.dawateislami.net

জমিনের আশ্চর্যকর বিষয়াদি দেখে তোমাদের আল্লাহ পাকের জ্ঞান ও কুদরতের মা'রিফাত (অর্থাৎ পরিচয়) নসিব হবে এবং দুনিয়াবি উপকার হলো এটি যে, দুনিয়ার বস্তুসমূহ নিজেদের খাবার-দাবার ও নিজেদের কাজে লাগাও যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা না হয়। তবে এই নেয়ামত সমূহ থাকা সত্বেও কিভাবে আল্লাহ পাককে অস্বীকার করতে পারো? এই আয়াত থেকে বুঝা গেলো! যেই বিষয়টি আল্লাহ পাক নিষেধ করেননি, সেটা আমাদের জন্য মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) ও হালাল। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১, সূরা বাকারা, ২৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৯৪)**

এখন গভীর মনযোগ দিন! যেহেতু সমস্ত জাহান মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে মানুষদেরকে কিজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে কিছুটা এইভাবে বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জ্বীন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: ইরশাদ করছেন যে, আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন করার ও সেটা অর্জনে (মশগুল) থাকার জন্য সৃষ্টি করিনি বরং তাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমার ইবাদত করে এবং তারা যেনো আমার মা'রিফাত (অর্থাৎ পরিচয়) অর্জন করতে পারে। **(তাফসীরে সাভী, পারা: ২৭, সূরা যারিয়াত, ৫৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২০২৬)** এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মানুষ ও জ্বিনদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি বরং তাদেরকে সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য হলো; তারা যেনো আল্লাহ পাকের ইবাদত করে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ২৭, সূরা যারিয়াত, ৫৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫১১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মুবারকার তাফসীর থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদত ও পরিচয় জানার জন্য সৃজন করেছেন কিন্তু আফসোস! আজ আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে বসেছি যে, যেই দুনিয়া আমাদের জন্য পরিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে রাখা হয়েছে, আমরা সেটার ভালোবাসায় এমনভাবে বিভোর হয়েছি যে, সেটাই নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে বসেছি। হয়তো আমরা এটা মনে করেছি যে, আমাদেরকে ধন ও দৌলত জমা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ধন ও সম্পদের লালসা এতো পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বান্দা রাতারাতি বাদশাহ ও বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে যে, আহ! যদি পাঁচ লাখ টাকার পুরস্কার মিলে যেতো, আহ! যদি দশ টাকার টিকিটে তিন লাখ টাকার পুরস্কার পেতাম! অথচ ধনী ও বড়লোক হওয়ার নেশা তাকে এমনভাবে আসক্ত করে যে, জুয়ার মতো মন্দ অভ্যাসে সে জড়িত হয়ে যায়, ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করার জন্য হালাল ও হারামের পরওয়া করে না, তার শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য থাকে যে "টাকা চাই টাকা।" সুতরাং যদি কোন মুসলমান এরূপ কাজে লিপ্ত থাকে আর আপনি ভাবছেন যে, তাকে বুঝাবেন, তবে মেনে নিলে আপনি তাকে নম্রতার সাথে ইনফিরাদি কৌশিশ করুন, তাকে সম্পদের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বলুন, লোভ ও লালসার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত করুন, তাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিন বরং নিজের সাথে নিয়ে আসুন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করান কিন্তু সাধারণত এটা দেখা যায় যে, এরকম লোকদেরকে যখন কেউ বুঝাতে যায় তখন সে মনযোগ সহকারে শোনার পরিবর্তে উদাসিনদের ন্যায় এদিক সেদিক দেখে আর মাথা চুলকাতে থাকে। মনে রাখবেন! কখনো এমন যেনো না হয় যে, আপনি সাহস হারিয়ে তাকে ধমক দেয়া বা

www.dawateislami.net

বকাবকি করা শুরু করে দিয়েছেন অথবা ইনফিরাদি কৌশিশ করা থেকে পিছ পা হয়েছেন, সুতরাং সাহস হারাবেন না এবং নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে ইনফিরাদি কৌশিশ অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ পাকের রহমতে আশা রয়েছে যে, اِنْ شَآءَ الله একদিন না একদিন তার হৃদয়ও নাড়া দিবে আর সেও নিজের মন্দ আকাঙ্খা থেকে তাওবা করে নামায ও সুন্নাতের রাস্তায় এসে যাবে। মনে রাখবেন! অনেক সময় শয়তান দারিদ্রতার ভয় দেখিয়ে থাকে আর হালাল ও হারামের পরওয়া করা ব্যতীত খুব মাল ও দৌলত জমা করতে উৎসাহিত করে, তবে এহেন অবস্থায় আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করুন, اِنْ شَآءَ الله শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে এবং দারিদ্রতার ভয়ও চলে যেতে থাকবে। এই বিষয়ে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘটনা শুনুন এবং নিজের জন্য আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার মাধ্যম বানিয়ে নিন;

জঙ্গলে ঘি আর মধূর প্রত্যাশা

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন জঙ্গলে ছিলেন, শয়তান তাঁকে কুমন্ত্রণা দিলো: “আপনার নিকট সফরের পাথেয় নেই আর এই জঙ্গল হলো ভয়ানক, এখানে না কোন বসতি আছে আর কোন মানুষ।” তখন তিনিও সংকল্প করে নিলেন যে, তিনি সেই জঙ্গলটি পাথেয় বিহীন অতিক্রম করবেন আর সাধারণ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে হাঁটবেন, যাতে কোন মানুষের সামনে না পড়েন এবং স্বয়ং নিজ থেকে খাবেন না,যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখে ঘি ও মধূ ঢেলে দেয়া হবে না। অতঃপর তিনি সাধারণ রাস্তা বাদ দিয়ে যেদিকে মুখ ছিলো সেদিকে রওনা হয়ে গেলেন। বলেন: আল্লাহ যতটুকু চান হাঁটতে থাকবো, অতঃপর আমি দেখলাম যে, একটি কাফেলা রাস্তা ভুলে চলে আসছিলো, আমি তাদেরকে দেখার সাথে সাথেই মাটিতে শুয়ে পড়লাম, যাতে তারা আমাকে দেখতে না পায় কিন্তু তারা হাঁটতে হাঁটতে

www.dawateislami.net

আমার মাথার পাশে চলে আসলো, আমি চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম। তারা আমার নিকট এসে বলতে লাগলো: মনে হচ্ছে এর পাথেয় শেষ হয়ে গেছে আর ক্ষুধা ও পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তার মুখে ঘি ও মধু ঢেলে দাও, হয়তো তার হুশ ফিরে আসবে। অতঃপর ঘি ও মধু আনা হলো, তখন আমি আমার মুখ ও দাঁত শক্তভাবে বন্ধ করে নিলাম, ব্যস তারা ছুরি নিয়ে জোর করে আমার মুখ খুলতে চাইলো তখন আমি হেসে দিলাম আর মুখ খুলে দিলাম, এটা দেখে তারা বললো: তুমি পাগল নাকি? আমি বললাম: কখনোই না, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। অতঃপর আমি তাদেরকে শয়তানী কুমন্ত্রণার ঘটনা খুলে বললাম। **(মিনহাজুল আবেদীন, ১১৬)**

হে আশিকানে রাসূল! এসব বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام স্বভাবই ছিলো যে, তাঁরা কোন জিনিসপত্র যোগাড় করা ব্যতীত আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে নিজের সফর অব্যাহত রাখতেন আর অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন কিন্তু আমাদের জন্য এই বিধান যে, আমরা আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখবো এবং পাথেয়ও প্রস্তুত রাখবো। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো যে, আগেকার লোকেরা অধিকহারে মধু ব্যবহার করতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মধুর প্রশংসা ও এর বর্ণনা কুরআনে করীমেও উল্লেখ রয়েছে, যেমন পারা ১৪ সূরা নাহল ৬৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেটার উদর থেকে এক পানীয় বস্তু রংবেংয়ের নির্গত হয়, যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে।

www.dawateislami.net

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: সেটার পেট থেকে একটি পানীয় বস্তু অর্থাৎ মধু, সাদা, হুলুদ ও লাল রংয়ের নির্গত হয়ে থাকে, এতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে আর এটি উপকারি ঔষধের অন্তর্ভূক্ত আর এটি প্রায়শই অলৌলিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়।।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ১৪, সূরা নাহল, ৬৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৩৪৬-৩৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মধু ব্যবহার করা সুন্নাত। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মধু পছন্দ করতেন। যেমন হযরত হাদিসে পাকে রয়েছে: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَآءُ وَالْعَسَلُ অর্থাৎ নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিষ্টান্ন জিনিস ও মধু পছন্দ করতেন। **(বুখারি, ৪/১৭, হাদিস ৫৬৮২)** একইভাবে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লাউ পছন্দ করতেন। যেমন তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: কদু (অর্থাৎ লাউ) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক পছন্দ করতেন। যেমনটি হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কদু শরীফ পছন্দ করতেন। **(ইবনে মাজাহ, ৪/২৭, হাদিস: ৩৩০২)** একবার কেউ আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কদু শরীফ বেশি পছন্দ করেন? রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: জি, এটি আমার ভাই হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর বৃক্ষ। **(তাফসীরে বায়যাভী, পারা ২৩, সূরা সাফফাত, ১৪৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৭)** এইভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কদু বেশি পছন্দ করতেন। যেমনটি হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একজন দর্জি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন, আমিও হুযুরে পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গেলাম, যবের রুটি ও ঝোল হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে আনা হলো, যেটাতে কদু ও

www.dawateislami.net

শুকানো নোনতাযুক্ত মাংস ছিলো, খাবারের মাঝখানে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, পাত্রের মধ্য থেকে কদু খুঁজছেন, এজন্য আমি ঐদিন থেকে কদু পছন্দ করতে লাগলাম। **(বুখারি, ২/১৭, হাদিস: ২০৯২)** হযরত আবু তালুত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি কদু আহার করছিলেন আর বলছিলেন: হে বৃক্ষ! তোমার কেমন শান, তুমি আমার নিকট কি পরিমাণ পছন্দের, (আর এই ভালোবাসা শুধুমাত্র) এজন্য যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে পছন্দ করতেন। **(তিরমিযী, ৩/৩৩৬, হাদিস: ১৮৫৬)**

কদুর চিকিৎসা উপকারিতা

سُبْحٰنَ اللهِ! চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শি লোক কদু শরীফের চিকিৎসা বিষয়ে অনেক উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন, আসুন! সাতটি চিকিৎসা বিষয়ে উপকারিতা লক্ষ্য করুন: (১) কদুর মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক ভিটামিন সি, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ইস্পাত কেবল শক্তি প্রদানকারী নয় বরং এটি প্রতিদিন ব্যবহারের দ্বারা পেটের বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করে। (২) কদুর মধ্যে বিদ্যমান উপদানের কার্যকারিতা প্রাকৃতিকভাবে শীতল হয়ে থাকে, যা গরমের প্রভাব কমানোর পাশাপাশি ক্লান্তিও দূর করে। (৩) কদু আহার করার ফলে খুব ক্ষুধা লাগে আর দূর্বলতা দূর করে। (৪) কোষ্ঠকাঠিণ্য রোগীদের জন্য কদু খুবই উপকারি। (৫) লিভারের ব্যথা দূর করতে কদু খুবই উপকারি। (৬) প্রশ্রাবের যন্ত্রণা, পাকতন্ত্রজনিত রোগ ও জন্ডিস (JAUNDICE) এর রোগের জন্য অনেক উপকারি। (৭) এটির বীজের তেল মাথা ব্যথা ও মাথার চুলের জন্য অনেক উপকারী ও ঘুম আনয়নকারী।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ২৩, আস সিফাত, ১৪৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৩৫১)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! এইমাত্র আমরা শুনেছি যে, কদু শরীফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও তাঁর অনুসরণে বুযুর্গানে দ্বীনেরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এটাকে খুবই আগ্রহের সাথে আহার করা পছন্দ করতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত আমরাও যেনো কদু শরীফকে আমাদের খাবারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি, আমাদের তো ব্যস এটাই মানসিকতা হওয়া উচিত যে, যেটা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ, সেটাই আমাদের পছন্দ, যেহেতু রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কদু শরীফ পছন্দ করেছেন, তো আমাদেরও কদু শরীফ পছন্দ করা ও সেটাকে সুন্নাতের নিয়্যতে আগ্রহ সহকারে আহার করা উচিত। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গান শোনা অপছন্দ করতেন, তো আমাদের সেটা অপছন্দ। অতএব যদি আমরা এই নিয়মটি আমাদের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই, তবে اِنْ شَآءَ الله সফলতা আমাদের নিয়তি হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আল্লাহ পাকের উপর পরিপূর্ণ ঈমান থাকতো, এসব মনিষীগণ দারিদ্রতাকে ভয় করতেন না, তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকলে তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সাহায্য করতেন, সুতরাং হে আশিকানে রাসূল! দারিদ্রতা আসে তো আসুক কিন্তু আমাদের সেটাকে ভয় করা উচিত নয়। দারিদ্রতার ভয় বের করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন ও শুনতে থাকুন। মনে রাখবেন! এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ব্যক্তি দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ালে দুনিয়া অপদস্ত হয়ে তার কদমে এসে পড়ে। আমাদের দুনিয়াবি পদবি এবং মাল ও দৌলত অর্জন করার প্রচেষ্টাকারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহন করা

www.dawateislami.net

উচিত, যারা একটি সিট জেতার জন্য লাখো টাকা ব্যয় করে থাকে কিন্তু অনেকে তার আগে মৃত্যুবরণ করে। মনে রাখবেন! সম্পদের নেশা অত্যন্ত ভয়ানক, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়া হলো তার ঘর, যার কোন ঘর থাকে না আর তার সম্পদ, যার কোন সম্পদ থাকে না আর এটার জন্য সে জমা করে, যার মধ্যে কোন বিবেক থাকে না।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৭৫, হাদিস: ১০৬৩৮)** আমাদের দুনিয়া, দুনিয়ার মাল ও দুনিয়াবি পদবির পেছনে দৌড়ানো, দারিদ্রতাকে ভয় করা, কম সম্পদ ও দারিদ্রতার কারণে কান্না করতে থাকার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আল্লাহ পাকের উপর ভরসাকারী জীবন অতিবাহিত করা উচিত, কেননা এটাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আমাদের শিখিয়েছেন। আসুন! এই প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইনফিরাদি কৌশিশের একটি খুব সুন্দর ঘটনা শুনি এবং উপদেশ গ্রহন করি;

দারিদ্রতার অভিযোগকারীর উপর ইনফিরাদি কৌশিশ

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দজাদাদের মধ্য হতে একজন সাহেবজাদা কঠিন সময়ে দারিদ্রতায় ভুগছিলেন। তিনি আমার নিকট তাশরিফ আনলেন আর নিজের দূরহ অবস্থায় মন খারাপ করে দারিদ্রতা ও অসচ্ছলতার অভিযোগ করলেন। একদিন যখন তিনি অনেক পেরেশান ও চিন্তিত ছিলেন তখন তাঁকে বললাম: সাহেবজাদা! এটা বলুন যে, যেই মহিলাকে তার পিতা তালাক দিয়ে দিয়েছে, সে কি পুত্রের জন্য হালাল হতে পারে? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: একবার আপনার দাদাজান আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একাকীত্বে নিজের চেহারার উপর হাত বুলিয়ে বললেন: হে দুনিয়া! অন্য কাউকে ধোঁকা দাও,

www.dawateislami.net

আমি তোমাকে এমনভাবে তালাক দিয়েছি যার মধ্যে কখনো রাজআ'ত (অর্ধাৎ দ্বিতীয়বার ফেরা) নেই। শাহজাদা হুযুর! এই বাণীর পরও কি সৈয়দ বংশীয়দের দারিদ্রতা ও সংকটে পতিত হওয়াটা আশ্চর্যকর বিষয়! তিনি বলতে লাগলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আপনার এই কথায় আমার হৃদয়ের প্রশান্তি মিলেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরপর থেকে শাহজাদা কখনো নিজের দারিদ্রতার অভিযোগ করেননি। **(মালফুযাতে আ'লা হযরত, ১৬২)**

যবাঁ পর শিকওয়া রঞ্জ ও আলাম লায়া নেহি করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহি করতে

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো; কখনো বিপদের সময় ও দারিদ্রতার অবস্থায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। সফলতা দুনিয়ার মাল ও দৌলতের আধিক্যতার মধ্যে নয় বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপরই নিহিত। এটাও বুঝা গেলো; কোন ইসলামী ভাইয়ের সংশোধনের প্রয়োজন হলে খুবই কৌশলে তার মর্যাদা ও স্থানের কথা বিবেচনা করে নেকীর দাওয়াত দেয়া উচিত। যেমনটি আমাদের আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতো সুন্দরভাবে সৈয়দজাদাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাঁর সংশোধন করেছেন, এমন কোন শব্দ বলেননি, যা দ্বারা তিনি লজ্জিত হবেন আর না এমন কোন কঠিন বাক্য ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সুন্দরভাবে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর তাওফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মনে রাখবেন! এমন দারিদ্রতা আল্লাহ পাকের বড় একটি নেয়ামত, যা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণ হয় এবং আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে

www.dawateislami.net

উদাসিন করে না এমনকি বান্দা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু আফসোস! অনেক হতভাগা দারিদ্রতায় পতিত হয়ে অধৈর্য হয়ে অভিযোগ ও আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা করে বসে আর অনেক নির্ভয় লোক তো مَعَاذَ الله কুফরি বাক্য পর্যন্ত বলে দেয়। দারিদ্রতা ও অভাবের মধ্যে পতিত হওয়া ব্যক্তির উচিত, সে যেনো আল্লাহ পাকের দরবারে এমন দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে, যা এরূপ অভিযোগ, আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা এবং কুফরি বাক্য বলার দিকে ধাবিত করে এবং ঈমান নষ্টের কারণ হয়।

মাকরে শয়তান সে তু বাচানা সাথ ঈমাঁ কে মুঝ কো উঠানা
নাযা মে দিদে বদরুদ দোজা কে মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৮ পৃ:)

গরীব ও দরিদ্র এবং মিসকিন লোক যদি নিজের দারিদ্রতা ও অভাবের উপর ধৈর্য, ধৈর্য ও শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করে এবং মানুষের সামনে অভিযোগ না করে, অধৈর্য প্রকাশ না করে, তবে সে অনেক সাওয়াব অর্জন করে। গরীব এজন্যও কল্যাণের মধ্যে রয়েছে যে, তার নিকট গুনাহের দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ, জিনিসপত্র ও চাহিদা থাকে না, যেখানে অনেক সম্পদশালী ও দুনিয়াদারের নিকট এসব জিনিস তো থাকে। এখন অনেক গরীব লোক যখন সম্পদশালী ও দুনিয়াদারের আরাম ও আয়েশে এবং বিলাসিতা দেখে তখন তাদের হৃদয়ে কিছুটা এরূপ আকাঙ্খা সৃষ্টি হতে থাকে: যেমন; আহ! আমারও যদি টাকা থাকতো, নেট সিস্টেম মোবাইল থাকতো, কম্পিউটার থাকতো, টিভি থাকতো, আমিও তাদের মতো সিনেমা দেখতাম, মিউজিক শুনতাম, গাড়িতে উন্নতমানে টেপ রেকর্ডার লাগিয়ে গান বাজাতাম ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা করার দ্বারা গুনাহগার হয়ে যায়, যদিওবা সে গুনাহটি করতে না পারেঅ যেমন; "মালফুযাতে আ'লা হযরত" এর ২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে: যদি কোন নেককার লোকদের ইজতিমা হয় আর সে তাতে যেতে না পারে এবং সংবাদ পাওয়াতে আফসোস করলো তখন এতটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকু উপস্থিত হওয়া লোকেরা পাবে আর যদি মন্দ লোকের সমাবেশ হয় আর নিজে যেতে না পারার জন্য আফসোস করলো তবে যেই গুনাহ ঐসব উপস্থিত (হওয়া লোকেরা) পেয়েছে তা সেও পাবে। **(মালফুযাতে আ'লা হযরত, ২৮৬ পৃ:)** এমনকি বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশের ৬১৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: যদি গুনাহের কাজের এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা করে নিলো যাকে "সংকল্প" বলে তবে এটাও একটি গুনাহ, যদিওবা যেই গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা করেছিলো সেটা করেনি। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬১৫, অংশ: ১৬)** দৃঢ় ইচ্ছা করাকে সংকল্প বলা হয়ে থাকে। যখন মস্তিষ্ক কোন জিনিস অর্জন করার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়, নফসকে এর দিকে ধাবিত করে নেয় আর তা অর্জন করার নিয়্যতও করে নেয় তবে এটাকে সংকল্প (অর্থাৎ দৃঢ় ইচ্ছা) বলা হবে। এহেন অবস্থায় যদি নেকীর ইচ্ছা থাকে তবে তার জন্য সাওয়াব পাবে আর গুনাহের ইচ্ছা ছিলো তবে এর জন্য পাকড়াও করা হবে, যদিওবা কোন কারণে সে ঐ গুনাহটি করতে পারল না। **(তাফসীরে সাভী, পারা: ৩, সূরা বাকারা, ২৮৪নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৪৩)** এই বিষয়টি এভাবে বুঝে নিন যে, বৃহস্পতিবার দিন আসলো আর বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস ছিলো কিন্তু সেই বেচারা কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো, তার মনেই ছিলো না যে, সে ইজতিমায় যাবে, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো যে, আজ তো বৃহস্পতিবার আর আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন

www.dawateislami.net

করতে হবে কিন্তু তখন ইজতিমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এখন যদি আসলেই সে ইজতিমায় উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য আফসোস করে, তবে اِنْ شَآءَ الله সে অংশগ্রহন করার সাওয়াব পাবে, কিন্তু যদি কেউ কোন গুনাহের ইচ্ছা করলো, যেমন; সিনেমা দেখার উদ্দেশ্যে সিনেমা হলের দিকে রওনা হলো কিন্তু যখন সেখানে পৌঁছলো তখন বুঝতে পারলো যে, লোকেরা সিনেমা দেখে ফিরে আসছে, কেউ বললো যে, সিনেমা তো শেষ হয়ে গেছে, এটা শুনে সে সিনেমা দেখতে না পারার কারণে আফসোস করলো, তবে সে সিনেমা দেখার দৃঢ় ইচ্ছার গুনাহ পাবে।

গুনাহো নে মেরি কোমড় তোড় ডালি মেরা হাশর সে হুগা কিয়া ইয়া ইলাহী
গুনাহো কে আমরায সে নিম জাঁ হো পায়ে মুর্শিদি দেয় শিফা ইয়া ইলাহী
বানা দেয় মুঝে নেক নেকো কা সদকা গুনাহো সে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃ:)

যেমনিভাবে লোক দারিদ্রতার কান্না করে থাকে তেমনিভাবে কোন নিকট আত্মীয়ের ইন্তিকালে অধৈর্য হওয়া এবং কান্নাকাটি করারও খুবই প্রচলন হয়ে গেছে, বিশেষ করে মহিলারা কেউ মৃত্যুবরণ করলে অনেক বেশি কান্নাকাটি ও চিৎকার করে থাকে। যদি কেউ হাসপাতালে ইন্তিকাল করে তবে হাসপাতালে অনেক হৈ চৈ করা হয় এবং ভাঙচুর করে, ডাক্তার ও মেডিকেলের কর্মচারীদের ধমক ও গালমন্দ করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হয় অথচ এরকম করার দ্বারা মৃত্যুবরণকারী কোনদিন জীবিত হওয়া সম্ভব না। মানুষের মৃত্যু তার রেখে আসা উত্তরসূরীদের জন্য একটি বড় পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে। এসময় ধৈর্যধারণ করা এবং বিশেষকরে মুখকে সংযত রাখা অনেক জরুরী। অধৈর্য

www.dawateislami.net

হওয়ার দ্বারা তো ধৈর্যের সাওয়াব নষ্ট হতে পারে কিন্তু মৃত্যুবরণকারী ফিরে আসতে পারে না।

আঁখে রো রো কে সুজানে ওয়ালে জানে ওয়ালে নেহি আনে ওয়ালে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৬০ পৃ:)

মনে রাখবেন! কারো মৃত্যুর কারণে অশ্রু প্রবাহিত করাতে কোন অসুবিধা নেই অবশ্য বিলাপ করা (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির গুণাবলি অধিকহারে বর্ণনা করে আওয়াজ করে কান্না করা একে বিলাপ বলে) (এটা) হারাম। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫৪:, অংশ: ৪)** রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিলাপকারীদের কেয়ামতের দিন দোযখে দুইটি সারি বানানো হবে, একটি সারি দোযখীদের ডান দিকে, দ্বিতীয়টি বাম দিকে, তারা দোযখীদের এমনভাবে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে, যেমনটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে থাকে। **(মু'জামু আওসাত, ৪/৬৬, হাদিস: ৫২২৯)** অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেন: বিলাপকারীরা যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, দবে কেয়ামতের দিন এমনভাবে দাঁড় করানো হবে, যে তার উপর একটি পোশাক থাকবে কতরান (অর্থাৎ রেজিনের) আরেকটি পোশাক থাকবে জারব (অর্থাৎ চুলকানির)। **(মুসলিম, ৩৬২ পৃ:, হাদিস: ৯৩৪)**

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রেজিনে আগুন খুব দ্রুত জ্বলে আর কঠিন গরমও হয়ে থাকে। বুঝা গেলো; বিলাপকারীদের উপর চুলকানির শাস্তি নিযুক্ত করা হবে, কেননা তারা বিলাপ করে মানুষদেরকে মাজরুহ (অর্থাৎ তাদের অন্তরে পেরেশান ও আঘাত) করতো, তো কেয়ামতের দিন তাদেরকে চুলকানির আঘাত দেয়া হবে। এটা থেকে প্রতীয়মান হলো; বিলাপ এটা আমলীভাবে হোক বা

www.dawateislami.net

কথার দ্বারা হোক কঠোরভাবে হারাম। যেহেতু অধিকাংশ মহিলারাই বিলাপ করে থাকে, এজন্য সাধারণত নাহিয়া (স্ত্রীলিঙ্গ) এর সিগাহ (অর্থাৎ শব্দ ব্যবহার) করেছে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫০৩)**

যবাঁ পর শিকওয়া রঞ্জ ও আলাম লায়া নেহি করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহি করতে

অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, কারো ইন্তিকালে অনেক মহিলারা মনে মনে খুশি হয়ে থাকে, এজন্য যে, তার সাথে মৃতের বনিবনা হচ্ছিলোনা, তাছাড়া এমন মহিলারাই বেশি চিৎকার ও কান্না করে, কিন্তু মনে মনে খুশির ঢেউ উঠে যে, ভালো হয়েছে মরে গেছে, আমার তো প্রাণ বেঁচেছে, সে অনেক জালাতন করতো, বেপর্দা ও ফ্যাশন করতে দিতো না, শরয়ী পর্দা করাতো, সিনেমা নাটক, গান বাজনা দেখতে শুনতে বাধা দিতো ইত্যাদি ।

আফসোস! আনুগত্য কেন জানি চেলে গেছে, ভাই ভাইয়ের মধ্যে নেই, দিনের পর দিন এমন বেদনাদায়ক সংবাদ আসছে যে, নিজের আপন পুত্রই তার পিতাকে হত্যা করেছে, ভাই তার ভাইকে হত্যা করেছে, জায়গা-জমিন নিয়ে ঝগড়া লেগে ছেলেরা মিলে বাবাকে হত্যা করেছে, তার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে আর মজা করছে, পরবর্তীতে জমিন ও সম্পত্তি তাদের হাতে কি আসবে, উল্টো তাদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হয়, জেলখানায় চলে যেতে হয়, অবশেষে মৃত্যুদন্ড তাদের শেষ পরিণতি হয়।

www.dawateislami.net

হে ইয়ে দুনিয়া বে ওয়াফা আখির ফানা
না রাহা ইস মে গাদা না বাদশাহ
মউত টেহরি আনে ওয়ালি আয়েগি
জান টেহরি জানে ওয়ালি যায়েগি
কবর মে মউত উতারনি হে জরুর
জেয়সি করনী হে ওইসী ভরনী হে জরুর
যব আন্ধেরি কবর মে তু জায়ে গা
গাফিল ইনসান ইয়াদ রাখ পচতায়ে গা
রুয়ে গা, চিল্লায়ে গা, ঘাবড়ায়ে গা
কাম মাল ও যর ওয়াহা না আয়ে গা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বৃদ্ধকালে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দূর্বল হয়ে যায়, আত্মীয়তার বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়, নিজের সব আপনজনরাই বিরক্তবোধ করে, রোগ-ব্যাধি চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে নেয়, মানুষ প্রতিটি জিনিস ও প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে আশাহীন ও হতাশ হয়ে যায়, কিন্তু আফসোস! সম্পদের ভালোবাসা তার হৃদয়ে তেমনই থেকে যায়, যেমন; হাদিসে পাকে রয়েছে: মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার দু'টি জিনিস যুবক থেকে যায়: (১) হিংসা (২) দীর্ঘ প্রত্যাশা। **(মুসলিম, ৪০৪ পৃ:, হাদিস: ১০৪৭)** অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেন: যদি আদম সন্তানের কাছে স্বর্ণের দুইটি উপত্যকাও থাকে, সে তৃতীয় আরেকটি পাওয়ার আকাঙ্খা করবে আর আদম সন্তানের পেট কবরের মাটিই পূর্ণ করতে পারে। **(মুসলিম, ৮৪২ পৃ:, হাদিস: ১০৪৮)** অনেক বৃদ্ধ লোক বৃদ্ধকালেও অপ্রয়োজনে কঠিন পরিশ্রম করে, অথচ বার্ধক্যের কারণে তার গায়ের চামড়া ঝুলে থাকে, জিজ্ঞাসা করা হলে কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর আসে: দোকানে যাচ্ছি আর অবস্থা এমন হয়ে থাকে; সে নামায পড়ার সুযোগ পায় না, দাড়ি শরীফ রাখে না, এর প্রতি

www.dawateislami.net

উৎসাহিত করা হলে বলে যে, দোয়া করো। তার উপর উপদেশের বাণীর কোন প্রভাব পড়ে না, যদি বারবার বুঝানো হয়, তবে বলে: আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, এরপর দোকানে গিয়ে দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয়ে যায়। এরপর খবর আসে যে, অমুকের থেকে টাকার বান্ডেল ছিনিয়ে নিতে গিয়ে গুলি চালানো হয়েছে আর এভাবে তার টাকার বান্ডেলও হাতছাড়া হয়ে যায় আর সেও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এখন সমবেদনাকারীদের লাইন পড়ে যায়, নিজের সকল আপনজনরা কান্না করে থাকে, প্রতিবাদ হয়ে থাকে যে, এফ আই আর করা হোক ইত্যাদি। কিছুদিন পর বিষয়টা চাপা পড়ে যায় আর লোকেরা এসব প্রতিবাদের কথা ভুলে আপন আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়।

এইভাবেই অনেক ব্যবসায়ীদের বা তাদের সন্তানদের অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয় এবং মুক্তিপণ না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে থাকে। যদি কখনো কোন গরীব হাত লেগে যায় তবে ভুল নাম্বার মনে করে এড়িয়ে যায় যে, এ তো নিজেই এক কাঙ্গাল আমাদেরকে কি দিবে? মনে রাখবেন! সাধারণত সম্পদশালী হওয়াটা কোন দোষের নয়, যদি মানুষ সম্পদের মাধ্যমে হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ পূরণ করে তবে এমন সম্পদ তাকে উপকার দিবে আর না হয় ধ্বংসে পতিত করবে। যাকে দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ দেয়া হয়, তার উপর পরীক্ষাও কঠিন এসে থাকে, যাতে মানুষের চক্ষু খুলে। লোভী লোকের জীবনের ব্যস একটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, দুনিয়া সজ্জিত করতে হবে, এর কারণে কবর নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য নিজের নফসের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়, কি জানি যে, সম্পদ আসার পর মানুষ দুনিয়া নিয়ে থাকবে, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে উদাসিনতা করবে,

www.dawateislami.net

পরকালীন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে উদাসিন হয়ে যাবে, নামাযের প্রতি গুরুত্ব উঠে যাবে, ফ্যাশন ও হারামের মধ্যে পতিত হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন হয়ে যাবে, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদ এবং অন্যান্য নেক কাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে সম্পদের নেশায় বিভোর হয়ে যাবে, অতঃপর ডাকাত, হিংসুক ও পেটুকের পেছনে পড়ে যাবে ইত্যাদি।

না মুঝ কো আযমা দুনিয়া কা মাল ও যর আতা করকে
আতা কর আপনা গম অউর চশমে গিরিয়া ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৪০ পৃ:)

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে মাল ও দৌলত দিয়ে পরীক্ষা করবেন না, কেননা আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করতে পারব না, আমাকে মাল ও দৌলত দিয়েন না বরং আমাকে আপনার প্রেমের চিন্তা ও আপনার স্মরণ এবং আপনার ভালোবাসায় ক্রন্দনকারী চক্ষু দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দারিদ্রতা দূর করার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময়ে অনেক লোক বেকার দেখা যায় আর যারা উপার্জন করছে তারা দারিদ্রতার কারণে বিভিন্ন ধরনের বিপদের মধ্যে গ্রেফতার রয়েছে। যদি আমরা চাশতের নামায আদায় করার অভ্যাস বানিয়ে নিই, তবে অন্যান্য উপকারিতার পাশাপাশি اِنْ شَآءَ الله আমাদের হালাল রিযিকের মধ্যে অনেক বরকত হবে, কেননা রিযিক

www.dawateislami.net

অন্বেষণ ও দারিদ্রতা দূর করার জন্য চাশতের নামায পড়া অত্যন্ত উপকারি এবং এটি পরিক্ষিত। যেমন; হযরত শক্বীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি পাঁচটি জিনিসের আকাঙ্খা করেছি, তো আমার পাঁচটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে (এর মধ্য হতে একটি হলো যে,) যখন আমি রিযিকের মধ্যে বরকতের আকাঙ্খা করেছি তখন তা আমার চাশতের নামায পড়ার মধ্যে নির্ধারিত হলো (অর্থাৎ এর মাধ্যমে রিযিকে বরকত পেয়েছি)। **(নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৬৬)**

এইভাবে সূরা ওয়াক্বিয়া সব সময় বিশেষ করে মাগরিবের পর নিয়মিত পাঠ করুন। তাহাজ্জুদের নামায পড়তে থাকুন, তাওবা করতে থাকুন এবং ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে সত্তরবার ইস্তিগফার করুন, ঘরে আয়াতুল কুরসি ও সূরা ইখলাস পাঠ করুন এবং অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করাও রিযিকের বরকতের উপায়ের অন্তর্ভূক্ত।

(সুন্নী বেহেশতী জেওর, ৬০৯-৬১০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net